কুষ্টিয়ায় আ.লীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধসহ আহত ৩

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে স্থানীয় আওয়ামী লীগের দুই পক্ষের নেতা- কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষে পুলিশের এএসআইসহ তিনজন আহত হয়েছেন।

এর মধ্যে রাশেদুল হক (৩৫) নামে এক ব্যক্তি হাতে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।

বুধবার সকালের দিকে উপজেলার বাগুলাট ইউনিয়নের শালঘরমধুয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

ঘটনার পর উভয় পক্ষের অর্ধশতাধিক বাড়িঘর ভাঙচুর করা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ শটগানের ১৫টি ফাঁকা গুলি করে। এ সময় অন্তত ১০ জনকে আটক করা হয়। বর্তমানে সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

আহত ব্যক্তিরা হলেন বাঁশগ্রাম পুলিশ ক্যাম্পের সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) ফরিদ হোসেন, শালঘরমধুয়া গ্রামের মৃত চাঁদ আলীর ছেলে ফারুক হোসেন (৩৮) ও আতিয়া শেখের ছেলে রাশেদুল হক (৩৫)। আহত ব্যক্তিরা সবাই কুমারখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে শালঘরমধুয়া এলাকায় আওয়ামী লীগ দলীয় আলী হোসেন ও তোফাজ্জেল হোসেন পক্ষের সঙ্গে জাফর ও লিটন পক্ষের বিরোধ চলছে। এলাকায় প্রভাব ও আধিপত্য নিয়ে বিরোধের জেরে ৪ এপ্রিল জাফরের সমর্থক আরিফ হোসেন তোফাজ্জেলের এলাকায় রোগী দেখতে যান। এ সময় চোর গুজব তুলে আরিফকে বেধড়ক মারধর করে প্রতিপক্ষরা।

এ নিয়ে দুই দিন পর ৬ এপ্রিল উভয় পক্ষ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষে জাফর পক্ষের মুকুল ও তোফাজ্জেল পক্ষের ওয়াদুদ আহত হন। এ ছাড়া উভয় পক্ষের ১৫ থেকে ২০টি ঘরবাড়ি ভাঙচুর করা হয়। এ ঘটনায় উভয় পক্ষ থানায় মামলা করে এবং আসামিরা জামিনে ছাড়া পান।

জামিন নিয়ে এসে কয়েক দিন ধরে দুই পক্ষের মধ্যে আবারও উত্তেজনা

চলছিল। আজ সকালে তোফাজ্জেল পক্ষের সমর্থকেরা জাফর পক্ষের ফারুক, রাশেদুলসহ অন্যদের ঘরবাড়ি ভাঙচুর শুরু করেন। এ সময় প্রতিপক্ষের লোকজন বাধা দেন। এ নিয়ে উভয় পক্ষের সমর্থকেরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। এতে অর্ধশতাধিক ঘরবাড়ি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে ফাঁকা গুলি ছোড়ে। সংঘর্ষে অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে একজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।

কুমারখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আকুল উদ্দীন বলেন, রাশেদুল হকের বাঁ হাতে গুলি লেগেছে, সেটা বের হয়নি। অস্ত্রোপচার করাতে বলা হয়েছে। তবে তিনি আশঙ্কামুক্ত। কী ধরনের গুলি, এ ব্যাপারে জানতে চাইলে এই চিকিৎসক আরও বলেন, ‘বুলেট না রাবের বুলেট সেটা বলা যাচ্ছে না। তবে তিনি গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।’

কুমারখালী থানার পরিদর্শক (তদন্ত) রাকিব হাসান বলেন, আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুপক্ষের দীর্ঘদিন বিরোধ চলছে। এ নিয়ে থানায় দুটি মামলা রয়েছে। সকালে হঠাৎ দুই পক্ষ ঘরবাড়ি ভাঙচুর শুরু করে এবং সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে।

একপর্যায়ে ফাঁকা গুলি ছোড়া হয়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হয়। পুলিশসহ তিনজন আহত হয়েছেন। ঘটনাস্থল থেকে ১০ জনকে আটক করা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

একজন গুলিবিদ্ধের বিষয়ে জানতে চাইলে এই পুলিশ কর্মকর্তা বলেন, সংঘর্ষের সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশ সদস্যরা দুটি বিলের মধ্যে চলে যান। গুলিবিদ্ধ কীভাবে হলেন জানা নেই।

গাংনীতে আওয়ামী লীগের

দু’পক্ষের সংঘর্ষের ঘটনায় আরো এক আসামী গ্রেফতার

গাংনীর সাহারবাটির আওয়ামী লীগের দু পক্ষের সংঘর্ষ ও বোমা হামালার ঘটনায় পাল্টাপাল্টি মামলায় টুটুল পক্ষের একজন এজাহার ভুক্ত আসামী কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

বুধবার সকাল ১০ টার সময় সাহারবাটি মাঠ থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত আসামী হচ্ছেন সাহারবাটি গ্রামের তোকুল হোসেনের ছেলে সাগর আলী(২২)। তাকে মেহেরপুর আদালতে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ জানায়, গাংনীর সাহারবাটি বাজারে আওয়ামীলীগের দু’গ্রুপে সংঘর্ষ ও বোমা হামলার ঘটনায় উভয় পক্ষ দুটি মামলা দায়ের করেন।

মামলার আসামী সাগর আলী সাহারবাটি মাঠে অবস্থান করছেন এমন গোপন সংবাদের বিভিত্তে তাকে গ্রেফতার করা হযেছে।

পরে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়। মামলার অন্য আসামীদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

শৈলকুপায় বৃষ্টির আশায় মাঠে নামাজ আদায়

প্রচন্ড খরতাপে পুড়ছে জনজীবন। রোদ আর গরমে অতিষ্ট হয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষ। বৈশাখের অর্ধেক মাস পেরিয়ে গেলেও নেই বৃষ্টি। বৃষ্টির না হওয়ার কারণে নষ্ট হচ্ছে ফসল। নেমে গেছে পানির স্তর। দেখা দিয়েছে পানির তীব্র সংকট।

তাই বৃষ্টির আশায় ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার উত্তর মির্জাপুর গ্রামের মাঠে বিশেষ নামাজ (সালাতুল ইস্তেখারা) আদায় করেছেন গ্রামবাসী।

মঙ্গলবার সকাল ৭ টার দিকে মির্জাপুর গ্রামের খোলা আকাশের নিচে ফাঁকা মাঠে নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। নামাজ শেষে অনাবৃষ্টি থেকে মুক্তির জন্য বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন উত্তর মির্জাপুর জামে মসজিদের মাওলানা ইমাম মোহাম্মদ উল্লাহ।

এ বিষয়ে ইমাম মোহাম্মদ উল্লাহ বলেন, দীর্ঘদিন বৃষ্টি না হওয়ায় মানুষ পানির জন্য খুব বিপদে আছে। বৃষ্টি বা পানির জন্য আল্লাহ সালাতের মাধ্যমে চাইতে বলেছেন। আল্লাহর কাছে চাওয়া সুন্নাত। আর চাওয়াকে আরবিতে সালাতুল ইস্তেখারা বলা হয় অর্থাৎ পানির জন্য দোয়া করা।

মেহেরপুরে নতুন চার জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুর নতুন করে আরও চার জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে এক জন সদরের, দুই জন গাংনী উপজেলার ও বাকি একজন মুজিবনগর উপজেলার বাসিন্দা।

আজ মঙ্গবার সন্ধ্যায় সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানায়, গত ২৪ ঘন্টায় ২১ জনের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্টের মধ্যে পজেটিভ আসে চার জনের। আর নেগেটিভ আসে ১৭ জনের। নমুনা পাঠানো হয়েছে ১৮ টি।

সূত্রে আরোও জানা যায়, সর্বমোট ফলাফল এসেছে ৬৫৬২ টি, সর্বমোট পজিটিভ ৯০৬ জন, সুস্থ ৭৯৩ জন, মৃত্যু ১৩ জন ও ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ৬৬ জনকে।

বর্তমানে পজিটিভ সংখ্যা ২৬ টি (সদরে ১৩, গাংনীতে ০৯, মুজিবনগরে ০৪)। ১৪ মার্চ ২০২১ থেকে গতকাল পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা- ১৩৬ জন।

ভিন্ন সূরে পাওয়া পজিটিভদের পরিচয়- মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজারের আনিসুজ্জামান (৭৫), গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়ার ফাজিয়া তাসমিন রেবা (২১),মরিয়ম খাতুন (৪০) ও মুজিবনগর উপজেলার কমরপুরের

আসাদুল্লাহ (৬১)।

এক চড়ে পদ হারালেন ইবি’র শিক্ষক

ক্যাম্পাসের গাছ থেকে আম পাড়ায় এক শিক্ষার্থীকে থাপ্পড় দেয়ার অভিযোগে কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) সহকারী প্রক্টর আরিফুল ইসলামকে তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শেখ আবদুস সালাম তাকে এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন।

রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) আতাউর রহমান বলেন, বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রভাষক আরিফুল ইসলামকে সহকারী প্রক্টর পদ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন ভিসি স্যার ড. শেখ আবদুস সালাম। ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর লিখিত অভিযোগ ও প্রক্টরিয়াল বডির প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে অব্যাহতি দেয়া হয়।

প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার (২৩ এপ্রিল) বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাববিজ্ঞান ও তথ্যপদ্ধতি বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী হাসান আলী তার স্ত্রীকে নিয়ে ক্যাম্পাসে ঘুরতে আসেন।

এসময় গাছ থেকে কয়েকটি আম পাড়ায় সেখানে উপস্থিত সহকারী প্রক্টর আরিফুল ইসলামের সঙ্গে ওই শিক্ষার্থীর কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে তিনি ওই শিক্ষার্থীকে চড় মারেন। পরে তাকে ও তার স্ত্রীকে আবাসিক হলে আটকে রেখে এক ঘণ্টা পর তাদের ছেড়ে দেয়া হয়।

এ ঘটনায় ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী ওইদিন বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর বরাবর লিখিত অভিযোগ দেন। অভিযোগপত্রে সহকারী প্রক্টর আরিফ কর্তৃক শারীরিক ও মানসিকভাবে লাঞ্ছনার বিষয়টি তুলে ধরে ধরেন। পরে অভিযোগ প্রতিবেদন আকারে উপাচার্যের কাছে প্রেরণ করা হলে উপাচার্য অভিযুক্ত সহকারী প্রক্টরকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন।

চুয়াডাঙ্গায় জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ইফতার বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা জেলার সকল প্রকার মানবিক কাজের পাশাপাশি রমজান মাসে ইফতার বিতরণ কার্যক্রম চলমান রেখেছে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার।

গতকাল সোমবার বিকাল সাড়ে পাঁচটার সময় চুয়াডাঙ্গা হাসান চত্বরে এই কার্যক্রম পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মনিরা পারভীন ও এনডিসি আমজাদ হোসেন।

এ সময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মনিরা পারভীন বলেন, জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকারের নির্দেশনায় পুরো রমজান মাসজুড়ে চলমান থাকবে ইফতার বিতরণ কার্যক্রম। আজ শতাধিক মানুষের মাঝে এই ইফতারি বিতরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ফ্রি বাজারের মাধ্যমে অসহাদের মাঝে সবজি বিতরণ অব্যাহত

করোনা মহামারীর দ্বিতীয় ধাপে মানুষের অসহায়ত্ব যেন বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। একদিকে দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি এবং অপরদিকে কর্মের সংকটে দিশেহারা সাধারণ মানুষ। দু’বেলা ঠিকমতো পরিবারের মুখে খাবার তুলে দেওয়াই এখন সব থেকে কঠিনতম কাজ। মহামারীর এই সময়ে মেহেরপুর জেলার অসহায় মানুষদের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োটেকনোলজি বিভাগে মাস্টার্সে অধ্যয়নরত সাব্বির আহমেদ নামে এক তরুণ।

বাংলাদেশের সচেতন নাগরিকদের সহযোগিতায় এবং রাব্বি, তানভীর, নাঈম, আকাশ, পিয়াস, রুমেলসহ আরো অনেক স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে প্রতিদিন অসহায় মানুষের জন্য ত্রাণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন।

গতকাল সোমবার সকাল ১০ টার সময় শহরের স্টেডিয়াম পাড়ায় প্রায় ৩ শত অসহায় কর্মহীন মানুষের মাঝে ফ্রি বাজারের মাধ্যমে সবজি বিতরণ করেন সাব্বির আহমেদ।

মহামারীর প্রথম দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বান্ধবদের সহযোগিতায় ৭৫ দিন সহ সর্বমোট এখন পর্যন্ত ৮০ দিনের মতো কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন সাব্বির আহমেদ। তার করোনার প্রথমে নেওয়া উদ্যোগের মধ্যে ছিল মানবতার দেয়ালের আদলে খাদ্য সামগ্রীর ফ্রি দোকান, বাড়ি বাড়ি খাদ্য সামগ্রী বিতরণ, সবজি যাবে আপনার বাড়ি, ফ্রি বাজার, প্রয়োজনীয় ঔষধ, ঈদ উপহার, ইফতার সামগ্রী, মাস্ক বিতরণ, সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ, জীবাণুনাশক ব্লিচিং পাউডার স্প্রেসহ আরো অনেক কার্যক্রম। বর্তমানে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে এখন ফ্রি বাজার কার্যক্রমের মধ্যে দিয়ে কাজ শুরু করেছেন।

সাব্বির আহমেদ বলেন, মহারীর এই সময়টি এক রকম অঘোষিত যুদ্ধে ময়দান। যেখানে শত্রু আমাদের চক্ষু দৃষ্টির আড়ালে কিন্তু সমস্যাগুলো সকলের সামনে প্রতিয়মান। সমস্যার সমাধানে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। না হলে কখনোই করোনা পরিস্থিতির ভয়াবহতম অবস্থা থেকে আমরা উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হবো না। আমাদের কার্যক্রমগুলো সম্পূর্ণই মানুষের সহযোগিতার উপরে নির্ভরশীল।

তাই সকলকে মানুষের জন্য এগিয়ে আসার আহবান জানাই। সকলে মিলে কাজ করলে একদিন স্বপ্নের সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে উঠবে।

তিনি আরও বলেন, সামনে ঈদ উপহার সামগ্রী সহ অন্যান্য কার্যক্রম আবারো শুরু করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন সাব্বির আহমেদ এবং এবিষয়ে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

চুয়াডাঙ্গায় দরিদ্র দুস্থ ও অসচ্ছল মানুষের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর উপহার বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দরিদ্র দুস্থ ও অসচ্ছল মানুষ দের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর উপহার সামগ্রী বিতরণ করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসন।

সোমবার বেলা ১০ ঘটিকা ও বেলা ৩:৩০ ঘটিকার সময় জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা কর্তৃক এই প্রধানমন্ত্রীর উপহার সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার ও চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম।

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডের ৩৫০ পরিবারের দরিদ্র অসচ্ছল পরিবারের মানুষদের মাঝে এই প্রধানমন্ত্রীর উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

এসময় জেলা প্রশাসক নজরুল ইসলাম সরকার বলেন, প্রধানমন্ত্রীর এই উপহার সামগ্রী পর্যায়ক্রমে চুয়াডাঙ্গা জেলার অসচ্ছল দরিদ্র মানুষের মাঝে বিতরণ কার্যক্রম চলমান থাকবে।

প্রধানমন্ত্রীর উপহার সামগ্রী বিতরণ কার্যক্রম আরো উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ সাদিকুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান, চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মুনিরা পারভীন, এনডিসি আমজাদ হোসেন, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নজরুল ইসলাম সহ চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার ওয়ার্ড কাউন্সিলর বৃন্দ।

এই কার্যক্রমকে সাধুবাদ জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর উপহার সামগ্রী ভোগকারী দুস্থ ও অসচ্ছল পরিবারের লোকজন।

ঝিনাইদহে হত্যা মামলাকে পুঁজি করে চলছে চাঁদাবাজি ও লুটপাট, বাড়ি ছাড়া ১৫ টি পরিবার

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার পাকা গ্রামের অসহায় বিশারত আলী। ৩ প্রতিবন্ধী সন্তান নিয়ে জীর্ণশীর্ণ ঘরে বসবাস করে তার পরিবার। নিজে অন্যের জমিতে দিনমজুরের কাজ আর বাড়িতে প্রতিবন্ধী সন্তানদের সহযোগিতায় গরু লালন-পালন করে তার স্ত্রী। যা দিয়ে কোন রকম চলে তার সংসার।

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি একই গ্রামের অন্যপাড়ায় মারামারিতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায় আহত ইমরান। এর পর ওই বাড়িসহ বেশকিছু বাড়িতে হামলা চালায় নিহতের পরিবার ও দলীয় সমর্থকরা। জানেন না কিছু, ছিল না ঘটনার সময়।

তারপরও প্রতিবন্ধীদের এই বাড়ি থেকে লুট করে নিয়ে যায় আড়াই লাখ টাকা দামের ৩ টি গরু। গরু না থাকায় শুন্য তার গোয়াল। চাঁদা নেওয়ার অভিযোগও রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। যারা চাঁদা দেয়নি তাদের উঠতে দেওয়া হচ্ছে না বাড়িতে বলেও রয়েছে অভিযোগ।

জানা যায়, গত ১৫ ফেব্রুয়ারি শালিসী বৈঠকে তর্কবিতর্কের একপর্যায়ে মারামারি। মারামারিতে আহত হয় পাকা গ্রামের আব্দুল মালেকের ছেলে ইমরান হোসেন। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২ দিন পর ঢাকার একটি হাসপাতালে মারা যায় সে।

এ ঘটনায় থানায় মামলা হলে পুলিশ ৩ জন আসামীকেই গ্রেফতার করে। আসামী গ্রেফতার হলেও হত্যাকে পুঁজি করে অসহায় পরিবারদের বাড়ি-ঘর লুটপাট করা হচ্ছে। নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গরু, ছাগল।

ভুক্তভোগি সেবেরা খাতুন ঘটনার বর্ননা দিতে গিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তিনি বলেন, আমার পাগল ছেলে-মেয়ে গরুর পুষে বড় করছে। একটি গরু গাভিন ছিল। আমরা কিছু জানিনে। আমাদের মত অসহায় পরিবারের গরুও নিয়ে গেল। আল্লাহ এর বিচার করবে।

একই গ্রামের আমিরুল ইসলাম বলেন, ইমরান মারা যাওয়ার পর তার পিতা আব্দুল মালেক বানিজ্য শুরু করেছে। আব্দুল মালেক একই এলাকার

জুয়েল, মান্নান, আছালত, তকব্বার, সাব্দাল, সাঈদসহ তার সমর্থকরা অসহায়দের উপর নির্যাতন করছে। বাড়িতে উঠতে হলে তাদের মোটা অংকের টাকা চাঁদা দিতে হচ্ছে।

তাদের অত্যাচারে এখনও বাড়ি ছাড়া পাকা গ্রামের শফিউদ্দিন, আলেক, বাদশা, মজিদ, ফরিদ, ভুট্টোসহ বেশ কয়েকজন। এছাড়াও প্রায় ৫০ বিঘা জমি এখনও অনাবাদী রয়ে গেছে। আবাদ করতে দিচ্ছে না ওই পক্ষ।

চাঁদাবাজির বিষয়টি অস্বীকার করেন মুল অভিযুক্ত আব্দুল মালেক বলেন, মার্ডারের পর কিছু গরু-বাছুর আমাদের লোকজন নিয়ে আসছিল। সেই সময়ই পুলিশের মাধ্যমে ফেরত দেওয়া হয়েছে। চাঁদাবাজি করা হচেছ না। যারা বাড়িতে আসছেন না তারা বাড়িতে আসুক। তাদের কেউ কিছু বলবে না।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহের পুলিশ সুপার মুনতাসিরুল ইসলাম বলেন, ইমরান হত্যার ঘটনায় হত্যা মামলা হলে আসামীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। লুটপাট ও চাঁদাবাজির বিষয়ে কোন অভিযোগ আসেনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত স্বাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরে করোনায় আরও এক জনের মৃত্যু, মোট ১৯

মেহেরপুরে প্রাণঘাতী করোনো ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মহিরুল ইসলাম
(৬০) নামের আরও এক জনের মৃত্যু হয়েছে।

তিনি মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি মেহেরপুর সরকারি হাসপাতালে করোনা ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন। এ নিয়ে জেলায় মৃত্যুর সংখ্যা দাড়ালো ১৯ জনে।

এ দিকে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১ জন। এ নিয়ে জেলায় মোট করোনা রোগী দাঁড়াল ১৪ মার্চ ২০২১ থেকে আজ পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ১২৭ জন। এ পর্যন্ত সর্বমোট পজিটিভ ৮৯৭ টি।

আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন জানান, ফলাফল এসেছে ০৯ টি। এর মধ্যে নতুন করে ১ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে। নমুনা পাঠানো হয়েছে ১৭ টি।

এ নিয়ে মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে পজিটিভ কেইস এর সংখ্যা বর্তমানে পজিটিভ সংখ্যা ৩৮(সদরে- ১২, গাংনীতে- ১৭, মুজিবনগরে- ০৯) জন।

এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৬৬৩৪ টি। মৃত্যু- ১৯ জন (সদর- ৯, গাংনী- ৮, মুজিবনগর- ২), সুস্থ্য- ৭৭২ জন, ট্রান্সফার্ড- ৬৬ জন।
ভিন্নসূত্রে পাওয়া পজিটিভের পরিচয় মেহেরপুরের গোভিপুরের ফাতেমা (৬৬)।

সবাইকে সামাজিক দূরত্ব মেনে নিয়মিত সাবান-পানি দিয়ে হাত ধোবার অভ্যাস বজায় রাখাসহ মাস্ক ব্যাবহার, জন সমাগম এড়িয়ে চলা এবং হাঁচি-কাশির শিষ্ঠাচার মেনে চলার আহবান জানিয়েছেন সিভিল সার্জন ডাঃ নাসির উদ্দিন।